যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকিসমূহ

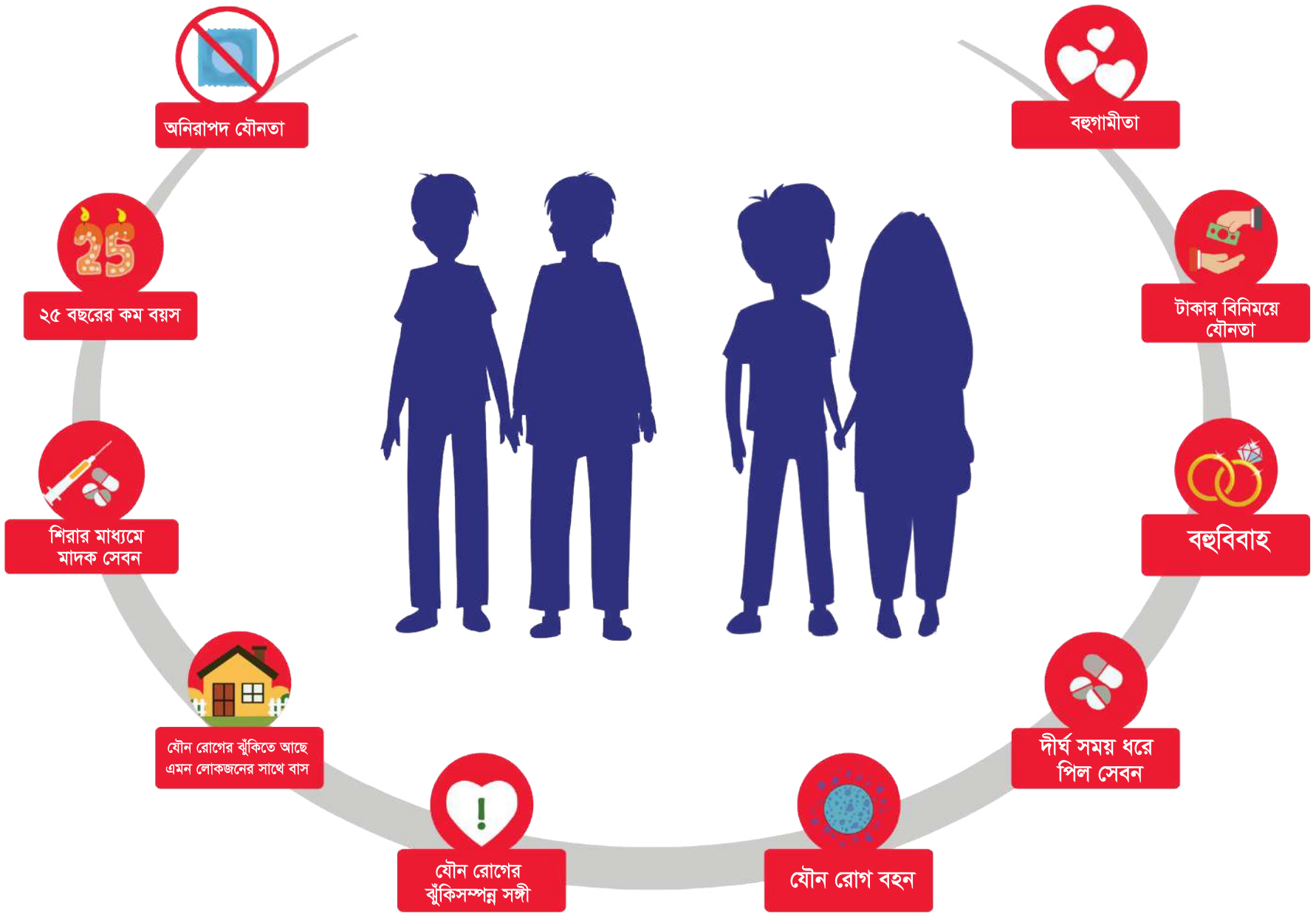

যৌনবাহিত সংক্রমণ

যৌনবাহিত সংক্রমণ কী?

যৌন মিলনের মাধ্যমে একজন যৌন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্যজনের মধ্যে যে সকল সংক্রমণ ছড়ায় সেগুলোই যৌনবাহিত সংক্রমণ। তবে কিছু কিছু যৌনবাহিত সংক্রমণ জীবাণুযুক্ত রক্ত ব্যবহারের ফলে কিংবা যৌন রোগে আক্রান্ত মা থেকে তার গর্ভের শিশুর মধ্যেও ছড়াতে পারে। সারা বিশ্বেই যৌন রোগের প্রভাব দেখা যায়। নারী, পুরুষ, শিশু যে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, এবং অর্থনীতির উপর এর প্রভাব আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল এবং উন্নত উভয় দেশেই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে।

কী কী কারণে কিশোর-কিশোরীরা যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার অত্যাধিক ঝুঁকিতে আছে?

আজকের বিশ্বে কিশোর-কিশোরীরা যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার অত্যধিক ঝুঁকির মধ্যে আছে। কৈশোরকালের যৌন সম্পর্ক প্রায়শঃই পরিকল্পনাবিহীন ও বিক্ষিপ্ত এবং কখনও কখনও জোরপূর্বক বা চাপের ফলে ঘটে থাকে।

জৈবিক ও সামাজিক উভয় কারণেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের চাইতে কিশোরীদের যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হয়, কারণ-

- কৈশোরে শরীরের প্রতিরক্ষামূলক ও হরমোনজনিত কার্যসাধনের গঠনপ্রক্রিয়া পুরোপুরি শুরু হয় না। কৈশোরকালে (বিশেষ করে কৈশোরকালের প্রাথমিক পর্যায়ে) মিউকাস ঝিল্লীর অপর্যাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অপরিণত জরায়ু মুখ/সার্ভিক্স খুব সামান্যই এ ধরণের সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বরং যোনীপথের (Vagina) পাতলা আস্তরণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা সংক্রমণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যৌনকর্মী, হিজড়া (তৃতীয় লিঙ্গ) সমকামী ও মাদকাসক্ত কিশোর-কিশোরীরা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের জন্য যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার অত্যাধিক ঝুঁকিতে থাকে।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত রোগের কারণ ও প্রতিকার

১. ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা : ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে, যেমন: মাসিকের প্যাড বা কাপড় অপরিষ্কার বা জীবাণুযুক্ত হলে বা সহবাসের পর যৌনাঙ্গ পরিষ্কার না করলে, অপরিষ্কার অর্ন্তবাস পরলে এসব সংক্রমণ হতে পারে।
২. প্রজননতন্ত্রের জীবাণুগুলোর অতি বৃদ্ধি: প্রজননতন্ত্রে (স্ত্রী) স্বাভাবিক ভাবেই কিছু জীবাণু থাকে, এই জীবাণুগুলোর অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।
৩. অনিরাপদ যৌনমিলন: বিশ্বস্ত সঙ্গী ছাড়া বা একাধিক সঙ্গীর সাথে কনডম ছাড়া যৌনমিলন করাকে অনিরাপদ যৌনমিলন বলে এবং এতে যৌন সংক্রমণ হতে পারে। যেমন: এইচআইভি, গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি।
৪. জীবাণুযুক্ত পরিবেশ : তলপেটের সংক্রমণ যা প্রসবকালে/গর্ভপাতের সময় বা অন্য কারণে হতে পারে।
৫. সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ: রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে যেমন, সংক্রমিত লোকের রক্ত যদি কোন জরুরী অবস্থায় পরীক্ষা ছাড়া নেয়া হয় তাহলে হেপাটাইটিস বি, সি, এবং ডি, সিফিলিস, এইচ আই ভি, হতে পারে। এগুলো হলো যৌনবাহিত বা রক্তবাহিত রোগ।
৬. সংক্রমিত মায়ের গর্ভধারণ: মা সংক্রমিত হলে তার থেকে বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায়, বাচ্চার জন্মের সময় বা বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে। যেমন: এইচআইভি, সিফিলিস, গনোরিয়া (শুধু চোখে)

- লজ্জা না করে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতাল থেকে পরামর্শ ও সেবা নিতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ খেতে হবে এবং অন্যান্য বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।
- পরবর্তীতে যেন এই ধরনের রোগ আর না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা যৌনরোগের লক্ষণসমূহঃ

নারীদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণসমূহ	পুরুষের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণসমূহ
• প্রস্রাবের সময় ব্যাথা ও ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া/ জ্বালা পোড়া হওয়া • যৌনাঙ্গ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত বা দুর্গন্ধবিহীন স্রাব যাওয়া • যৌনাঙ্গে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া • যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা • শরীরে লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও ব্যাথা (কুঁচকি বা অন্যান্য স্থানে ফুলে যাওয়া) • তলপেটে খুব ব্যথা • মুখে ঘা • যদি ভাইরাল হেপাটাইটিস বা জন্ডিসের লক্ষণ থাকে • সহবাসের সময় ব্যাথা	• যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা • প্রস্রাবের রাস্তায় পূঁজ • শরীরে চুলকানি বা ঘামাচির মত দানা হওয়া • শরীরে লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও ব্যাথা (কুঁচকি বা অন্যান্য স্থানে ফুলে যাওয়া) • প্রস্রাবের সময় ব্যাথা ও ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া/ জ্বালা পোড়া হওয়া • যৌনাঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা টিউমার • অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া ও ব্যাথা
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনরোগের লক্ষণ বোঝা যায় না। বিশেষ করে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এই লক্ষণগুলো অপ্রকাশিত থাকে তাই চিকিৎসা নিতে তারা অনেক দেরী করে ফেলে যা থেকে জটিলতাও হতে পারে।	

প্রজননতন্ত্রের বা যৌনবাহিত সংক্রমণ জটিলতাসমূহ-

- এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়;
- হিউম্যান প্যাপিলমা ভাইরাস (এইচপিভি) এ আক্রান্ত নারীদের জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
- যৌন অক্ষমতা হতে পারে;
- সংক্রমিত নারী বা পুরুষের পরবর্তীতে স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব হতে পারে;
- মস্তিষ্ক, যকৃত বা হৃৎপিন্ডে জটিলতা দেখা দিতে পারে;
- সংক্রমিত পুরুষের মূত্রনালী সরু হয়ে যেতে পারে;
- আক্রান্ত মায়ের গর্ভপাত হতে পারে বা মৃত সন্তান প্রসব করতে পারে;
- আক্রান্ত মায়ের জরায়ুর পরিবর্তে ডিম্বনালীতে ভ্রুণ বড় হতে পারে;
- আক্রান্ত মায়ের শিশু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে বা চোখে সংক্রমণ নিয়ে জন্ম নিতে পারে যা থেকে পরবর্তীতে অন্ধত্ব হতে পারে।

মনে রাখতে হবে : বয়ঃসন্ধিকাল জীবন গঠনের উপযুক্ত সময়, তাই এ সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Directorate General of Family Planning
Kingdom of the Netherlands
unicef